ARCHITECT KASHEF MAHBOOB CHOWDHURY

New Book Launching Program

Venue: Crowne Plaza Ballroom Dhaka | Date: 31 January - 2026

PRINT, ELECTRONIC, ONLINE & MULTIMEDIA COVERAGE

sl	News Headlines	Media Name	News Details
1.	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি কিনতে হচ্ছে দরিদ্রদেরও	প্রথম আলো	CLICK HERE
2.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য	Channel 24	CLICK HERE
3.	আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ	দৈনিক ইনকিলাব THE DAILY INQILAB	CLICK HERE
4.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বই ‘মেডিটেশনস ইন এনট্রপি’	সমকাল	CLICK HERE
5.	আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ উন্মোচন	তালাশ বিডি	CLICK HERE
6.	সীমিত সম্পদে স্থাপত্যের দর্শন তুলে ধরলেন কাশেফ চৌধুরী	বার্তাযোগ	CLICK HERE
7.	জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা: কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফের উন্মোচন	দীপ্ত নিউজ DEEPTONEWS.COM	CLICK HERE
8.	কাশিফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ উন্মোচন, স্থাপত্যে পরিবেশ ও সামাজিক দায়ের দৃষ্টিভঙ্গি	Khoboria	CLICK HERE
9.	জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও স্মৃতির সংলাপ: কাশেফ চৌধুরীর কাজ নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোগ্রাফের উন্মোচন	মানবজমিন	CLICK HERE
10.	কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ ‘মেডিটেশন ইন এনট্রপি’ উন্মোচন	Ruposhibangla রূপসীবাংলা ৭১ নিউজ www.ruposhibangla71.com	CLICK HERE

11.	স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury/URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন	DHAKA Journal সত্য সবসময়	CLICK HERE
12.	সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য নিয়ে স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন বই	Bangladesh Guardian	CLICK HERE
13.	কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ ‘মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি’র গ্রন্থ উন্মোচন	ntv online	CLICK HERE
14.	জলবায়ু ও মানবিক দায়বদ্ধতায় স্থাপত্যের ভূমিকার কথা বললেন কাশেফ চৌধুরী	STARNEWS AGENCY A NEWS AND INFORMATION BUREAU	CLICK HERE
15.	কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ ‘মেডিটেশন ইন এনট্রপি’ উন্মোচন	একুশে ETV পরিবর্তনে অঙ্গিকারবদ্ধ	CLICK HERE
16.	তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন কাশেফ চৌধুরী	BANGLA VISION দৃষ্টি জুড়ে দেশ	CLICK HERE
17.	কাশেফ চৌধুরীর নতুন বইতে জলবায়ু সংবেদনশীল স্থাপত্য	Deshkal News	CLICK HERE
18.	আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি কাশেফ মাহবুবের গ্রন্থ উন্মোচন	দৈনিক জনকণ্ঠ The Daily Janakantha	CLICK HERE
19.	জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা: কাশেফ চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ উন্মোচন	বাংলাবাজার পত্রিকা অনলাইন	CLICK HERE
20.	সীমিত সম্পদে নান্দনিক স্থাপত্যের রহস্য উন্মোচন করলেন কাশেফ চৌধুরী	DAILY TIMES OF BANGLADESH বাংলা	CLICK HERE
21.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফের মোড়ক উন্মোচন	Jago NEWS 24	CLICK HERE
22.	Architect Kashef Mahboob's book 'Meditations in Entropy' unveiled	THE BUSINESS STANDARD	CLICK HERE
23.	‘Meditations in Entropy’: Three decades of Kashef Chowdhury’s architectural prowess	The Daily Star	CLICK HERE

24.	Architectural Thought in the Context of Climate and Memory: Kashef Chowdhury's Exceptional Monograph Unveiled	CERAMIC BANGLADESH	**CLICK HERE**
25.	**কাশেফ চৌধুরীর Meditations in Entropy গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন**	দেশ INFO	**CLICK HERE**
26.	জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা: কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ উন্মোচন	বার্তা২৪	**CLICK HERE**
27.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য	দেশ রূপান্তর	**CLICK HERE**
28.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে সীমিত সম্পদে গুণগত স্থাপত্যের রহস্য	BANGLA NEWS 24.com	**CLICK HERE**
29.	Architect Kashef Chowdhury Unveils Climate-Responsive Monograph	Life	**CLICK HERE**
30.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য	যুগান্তর	**CLICK HERE**
31.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য	আমার দেশ	**CLICK HERE**
32.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য	রূপালী বাংলাদেশ	**CLICK HERE**
33.	বাংলাদেশে স্থাপত্যশিল্পে জলবায়ুর চাপ-স্থানিক বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ: কাশেফ চৌধুরী	Times Today	**CLICK HERE**
34.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে উঠে এসেছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য	DESH TV	**CLICK HERE**
35.	বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার | স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি	দৈনিক ইনকিলাব THE DAILY INQILAB	**CLICK HERE**

36.	বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার | স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি	নয়া দিগন্ত	CLICK HERE
37.	বইটি কোনও স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন: স্থপতি কাশেফ চৌধুরী।	MUHURTO news	CLICK HERE
38.	জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা গুণী আর্কিটেক্ট কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ উন্মোচন	Life tv	CLICK HERE
39.	স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ 'Meditations in Entropy'	Rtv NEWS	CLICK HERE
40.	স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন	ekattor.tv	CLICK HERE
41.	An evening at Crowne Plaza celebrating Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury | URBANA	SHOWCASE	CLICK HERE
42.	বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন	bdnews24.com	CLICK HERE
43.	স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন বই প্রকাশ	GTV	CLICK HERE
44.	কাশেফ মাহমুদ চৌধুরী Kashef Mahboob Chowdhury	Jamuna tv	CLICK HERE
45.	কাশেফ মাহমুদ চৌধুরী Kashef Mahboob Chowdhury	BANGLA VISION	CLICK HERE
46.	কাশেফ মাহমুদ চৌধুরী Kashef Mahboob Chowdhury	CHANNEL i	CLICK HERE
47.	স্থাপত্য যখন স্মৃতি ও প্রকৃতির সংলাপ	CERAMIC BANGLADESH	CLICK HERE

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি কিনতে হচ্ছে দরিদ্রদেরও

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) অধ্যাপক সি আর আবরার, শামসুল ওয়ারেস, কাশেফ মাহবুব চৌধুরী, রেতো রেংগ্লি এবং আবু সাঈদ এম আহমেদ। গতকাল গুলশানে। প্রথম আলো

০১/০২/২০২৬

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

'মেডিটেশনস ইন এনট্রপি : দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী' শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে ছিলেন জলবায়ুবিশেষজ্ঞ ও স্থপতিরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বাংলাদেশের সব জায়গায় পানি। তারপরও উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র মানুষদের খাওয়া, রান্না ও গোসল করার জন্য পানি কিনতে হচ্ছে। কারণ, বঙ্গোপসাগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরেও লবণাক্ততা চলে এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে এমনটা হচ্ছে।

স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী সম্পাদিত মেডিটেশনস ইন এনট্রপি : দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে জলবায়ুবিশেষজ্ঞ ও স্থপতিদের বক্তব্যে বিষয়টি উঠে এসেছে। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান-২ নম্বরের ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে স্থপতিদের সংগঠন আর্কিকালেক্ট। বইটি প্রকাশ করেছে সুইজারল্যান্ডের প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস।

এই বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার)। বাহুল্য ছাড়া প্রকৃতির সবচেয়ে বড় দান আলো আর ছায়াকে স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তাঁর কাজের মধ্যে সম্পৃক্ত করেছেন উল্লেখ করেন সি আর আবরার বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে বিদ্যালয় তৈরির সময় পর্যাপ্ত উন্মুক্ত জায়গা স্থপতি কাশেফ মাহবুব রেখেছেন। তিনি (শিক্ষা উপদেষ্টা) নিজে শরণার্থী ক্যাম্পে গেছেন। ঝুপড়ি ঘরের মধ্যে রোহিঙ্গারা থাকে, পুরোটা সময় প্রায় অন্ধকারে থাকে। রোহিঙ্গা শিশুরা অন্তত কিছু সময়ের জন্য হলেও আলোর মধ্যে থাকে, আনন্দে থাকে, উন্মুক্তভাবে যেন ঘোরাফেরা করতে পারে, সেটা বিদ্যালয় করার সময় কাশেফ মাহবুবের বিবেচনার মধ্যে ছিল। শুধু অবকাঠামো আর নকশা যদি তৈরি করা হতো স্থপতির কাজ, তাহলে হয়তো এই বিষয়গুলো আসত না।

পানি ও জলবায়ুবিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত বলেন, ঋতু কিন্তু বদলাতে যাচ্ছে। শীত কিন্তু অল্প কয় দিন পড়ল। এই শীত আবার ফিরে আসতে পারে। কদিন আগে সৌদি আরবে বরফ পড়েছে। উট হেঁটে যাচ্ছে বরফের ওপর দিয়ে। উত্তর আমেরিকায় তীব্র শীত পড়ছে, তাদের ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সেই ঘটনাগুলো ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। জলবায়ু পরিবর্তন শুধু এখনকার সমস্যা নয়, এটি শক্তভাবে অনুভূত হবে ৪০-৫০ বছর পর।

আইনুন নিশাত বলেন, ৭৫ থেকে ৮০ বছর পর যশোর থেকে মাদারীপুর, মাদারীপুর থেকে চাঁদপুর, চাঁদপুর থেকে ফেনী—এর দক্ষিণ অংশ সমুদ্রের অংশ হয়ে যাবে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, সাতক্ষীরায় গিয়ে দেখেছেন সেখানকার সবচেয়ে গরিব লোকটাকেও পানি কিনে খেতে হচ্ছে। পানি এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে মানুষ দেশান্তরী হচ্ছে। শ্যামনগরের থানায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি নেতিবাচক। কারণ, মানুষ সেখানে টিকতে পারছে না। বাংলাদেশ এই অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য কতটা প্রস্তুত, সেই প্রশ্ন রাখেন তিনি।

মেডিটেশনস ইন এনট্রপি বইয়ের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের খুব দরিদ্র অঞ্চলের মানুষেরাও পানি কিনছে। রান্না করার জন্য, খাওয়ার জন্য, কখনো কখনো গোসল করার জন্যও মানুষ পানি কিনছে। বাংলাদেশ—যার সবখানে পানি। তারপরও দরিদ্র মানুষকেও পানি কিনতে হচ্ছে। কারণ, মাটির ওপরের ও মাটির নিচের পানি লবণাক্ত। বঙ্গোপসাগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার দূরেও লবণাক্ত পানি। এটা এই অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন।

স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস বলেন, এই অঞ্চলের বড় একটা অংশের স্থলভূমি বর্ষাকালে পরিণত হয় জলভূমিতে। ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যার সঙ্গে গ্রামের মানুষদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। স্থপতিদের এখানে কিছু একটা করতে হবে। তিনি বলেন, স্থপতি কাশেফ মাহবুবের মতো স্থপতিরা মোগল কিংবা ব্রিটিশদের নয়, দেশের স্থাপত্য সংস্কৃতির মূল খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের (আইএবি) সভাপতি আবু সাঈদ এম আহমেদ বলেন, বাংলাদেশের স্থপতিদের তৈরি করা অনেক স্থাপত্য সারা বিশ্বে নন্দিত। এ দেশে নয়টি আগা খান পুরস্কার এসেছে। বাংলাদেশের স্থাপত্যের প্রবৃদ্ধি নিয়ে অনেকেই ঈর্ষান্বিত।

মেডিটেশনস ইন এনট্রপি বইয়ের প্রশংসা করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগ্লি। পরবর্তী সময়ে এমন উদ্যোগে সুইজারল্যান্ডের দূতাবাস সহযোগিতা করতে পারলে খুশি হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। রেতো রেংগ্লি বলেন, সুইজারল্যান্ড দূতাবাস শুধু সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ জোরালো করতে চায় না, দুই দেশের মানুষের মধ্যেও যোগাযোগ বাড়াতে চায়। সে জন্য স্থাপত্য হতে পারে দারুণ বিষয়।

Back to index

ঢাকা রোববার, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৫ মাঘ ১৪৩২ ১৯ শা'বান ১৪৪৭

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য। ছবি: সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু-সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে, যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এ ছাড়া কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়,

গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতিথযশা এই স্থপতি। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy: Kashef Chowdhury / URBANA–এর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম. আহমেদ। তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেস বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। আলোচনায় অংশ নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতে পারে।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি. আর. আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরির বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণকাজের খরচ কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

Back to index

ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

ঢাকা সোমবার, ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ২৬ মাঘ ১৪৩২

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ

অনলাইন ডেস্ক

Share

০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০১ এএম | আপডেট: ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২:০১ এএম

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।
অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য।

কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি ⊕ বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঞ্জি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বই 'মেডিটেশনস ইন এনট্রপি'

সমাজকাল ডেস্ক

১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ - ২:০২ এ.এম

সীমিত সম্পদ ও প্রতিকূল বাস্তবতার মধ্যেও কীভাবে সংবেদনশীল, টেকসই ও মানবিক স্থাপত্য নির্মাণ করা যায়—তারই দার্শনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতার দলিল তুলে ধরা হয়েছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ চৌধুরী–এর নতুন মনোগ্রাফ মেডিটেশনস ইন এনট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী / আরবানা গ্রন্থে।

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত এই স্থপতির বইটির মোড়ক উন্মোচন উপলক্ষে শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে স্থাপত্যভিত্তিক সংগঠন 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাশেফ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ও সম্পদ-স্বল্প অঞ্চলে স্থাপত্যকে শুধু নান্দনিক রূপের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা, ভূ-প্রকৃতি ও স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই স্থাপত্যের মূল দায়িত্ব।

তিনি জানান, গত প্রায় দুই দশক ধরে জলবায়ু-সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বইটি রচিত হয়েছে। বইটিতে বর্তমান বৈশ্বিক সংকট, স্থানীয় বাস্তবতা এবং কম বাজেটে আলো ও ছায়াকে নকশার প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহারের কৌশল তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামমুখী চিন্তা, শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং গ্রামীণ পর্যায়ের ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পের অভিজ্ঞতাও বইটিতে গুরুত্ব পেয়েছে।
কাশেফ চৌধুরী বলেন,"এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকেই স্থাপত্যের জন্ম হয়।"

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি 'আরবানা' প্রতিষ্ঠানের কাজ নিয়ে প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই বইয়ে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিন–এর আলোকচিত্রের পাশাপাশি স্থাপত্য সমালোচক কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে আর কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত এবং ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগ্লি।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে যে স্থাপত্য কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। তাঁর মতে, এই বইটি স্থাপত্যকে সামাজিক ও পরিবেশগত বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করে দেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত। তিনি বলেন, আগামী ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও তীব্র হবে, যা খাদ্য নিরাপত্তা ও অবকাঠামো নির্মাণ—উভয় ক্ষেত্রেই বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে। এসব ঝুঁকি মাথায় রেখে ভবিষ্যৎ স্থাপত্য পরিকল্পনার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তিনি।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ বক্তব্য দেন। তাঁরা বইটিকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও বাংলাদেশের স্থাপত্যকে বৈশ্বিক আলোচনার কেন্দ্রে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী মুখপাত্র
তালাশ বিডি

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ উন্মোচন

অনলাইন ডেস্ক
রবিবার, ১ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ ইং
০৯:৪১ পি.এম

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA- এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য।

কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA-র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং- এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচের কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচের কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)- এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতে পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশ : ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
অনলাইন সংস্করণ

সীমিত সম্পদে স্থাপত্যের দর্শন তুলে ধরলেন কাশেফ চৌধুরী

ছবি: সংগৃহীত |

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকায়। বইটিতে সীমিত সম্পদ, জলবায়ু ঝুঁকি ও ভূ-প্রকৃতির বাস্তবতার মধ্যেও কীভাবে মনোরম, মানবিক ও অর্থবহ স্থাপত্য নির্মাণ করা যায়, তার গভীর দার্শনিক ও ব্যবহারিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানের একটি হোটেলের বলরুমে 'আর্কিকানেক্ট'-এর আয়োজনে এই গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাশেফ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং জলবায়ু চাপ, ভূ-প্রকৃতি, মানুষের সহনশীলতা এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানানোই স্থাপত্যের প্রধান দায়িত্ব।
তিনি বলেন, প্রায় তিন দশক ধরে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে যে স্থাপত্যচর্চা তিনি করে আসছেন, তার অভিজ্ঞতাই এই বইয়ের মূল ভিত্তি। গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই বইটির ভাবনা গড়ে উঠেছে। এতে বর্তমান সময়ের সংকট, বাস্তবতা ও সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কাশেফ চৌধুরী আরও বলেন, এই বইটি কোনো নির্দিষ্ট স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার দলিল, যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়। কম বাজেটে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের কৌশল, গ্রামমুখী চিন্তা, শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং ছোট পরিসরের সামাজিক প্রকল্পগুলোর কথাও বইটিতে তুলে ধরা হয়েছে।
সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি কাশেফ চৌধুরী ও তার প্রতিষ্ঠান URBANA–এর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি আয়তনের এই বইয়ে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র সংযোজিত হয়েছে। পাশাপাশি কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগ্লি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে যে, সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।
অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, আগামী ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আরও তীব্র হবে। খাদ্য নিরাপত্তা, চাষাবাদের ধরন ও অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখে পড়বে বিশ্ব। এসব চ্যালেঞ্জ মাথায় রেখে এখন থেকেই পরিকল্পিত ও দায়িত্বশীল অবকাঠামো নির্মাণের প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেশ, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদসহ অন্যান্য অতিথিরা। তারা বইটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা: কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফের উন্মোচন

দীপ্ত নিউজ ডেস্ক | প্রকাশ: ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১১:১৭

কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফের উন্মোচন

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন
Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপ
ভূ–প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দ
স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যা
জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞত
বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য–অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রতি
—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

কম বাজেটে কীভাবে আলো–ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্ত
অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্প ... তু
কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশে
URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচি
বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরি
বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যা
উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্‌প্রুং–এর সমালোচনামূল
সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতি
বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্ত
ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নে
প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমি
প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর ব

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সী
ভূ–প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ ^ রর
কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও
আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা
আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনে
মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণে
আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট
আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে এব
স্থাপত্য–নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে
আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আবি
একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপ
যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্‌লি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিে
মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্য
উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

কাশিফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ উন্মোচন, স্থাপত্যে পরিবেশ ও সামাজিক দায়ের দৃষ্টিভঙ্গি

By শিক্ষা প্রতিবেদক February 1, 2026

23 0

ঢাকা শহরের গুলশানের ক্রাউন প্লাজা বলরুমে একটি প্রকাশনা উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশি স্থপতি কাশিফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ “Meditations in Entropy: The Work of Kashif Chowdhury” প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানটি আর্কিকানেক্টের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় এবং উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার, সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি এবং অন্যান্য শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা।

কাঠামোগত নকশা নিয়ে কাশিফ চৌধুরীর দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচনের মূল বিষয় ছিল স্থাপত্যকে শুধুমাত্র নান্দনিকতার সীমা না রেখে পরিবেশ, মানবিক সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার সঙ্গে সংবেদনশীলভাবে সংযুক্ত করা। তিনি উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের মতো জলবায়ু সংবেদনশীল অঞ্চলে নকশা অবশ্যই জলবায়ু চাপ, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি সাড়া দিতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি তার প্রায় ত্রিশ বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

মনোগ্রাফের বিষয়বস্তু প্রায় দুই দশকের জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বইতে বর্তমান পরিবেশগত সংকট এবং বাস্তবতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে, পাশাপাশি কম বাজেটে আলো-অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামীণ এলাকায় ছোট সামাজিক প্রকল্পের উদাহরণও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কিন্তু কাশিফ চৌধুরী জোর দিয়ে বলেন যে এই প্রকাশনা কোনো স্থাপত্যের শৈল্পিক উপাদানের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি নকশা প্রক্রিয়ার প্রতিফলন, যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপটের বোঝাপড়া এবং সহমর্মিতা মুল ভূমিকা পালন করে। তিনি উল্লেখ করেন যে স্থাপত্যের জন্ম এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় থেকে হয় এবং তা সমাজের টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

বইটি সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি কাশিফ চৌধুরী ও তার স্থাপত্য ফার্ম আরবানার কাজের প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ হিসেবে বিবেচিত। প্রকাশনায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের ফটোগ্রাফ এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুংসহ বিশিষ্ট সমালোচক ও গবেষকদের প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "কাশিফ চৌধুরীর কাজ দেখায় কিভাবে নকশা জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।" এই বক্তব্যটি শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য একটি উদাহরণস্বরূপ মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি, যিনি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও স্থাপত্যের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের সম্ভাবনা সম্পর্কে মন্তব্য করেন। তার উপস্থিতি এই উন্মোচনকে আন্তর্জাতিক মাত্রা প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশে পরিবেশ-বান্ধব নকশার প্রচারকে উৎসাহিত করবে।

উন্মোচন অনুষ্ঠানে কাশিফ চৌধুরীর কাজের কিছু প্রকল্পের মডেল ও চিত্র প্রদর্শিত হয়। দর্শকরা কম বাজেটে আলো-ছায়ার ব্যবহার, স্থানিক সংবেদনশীলতা এবং সামাজিক প্রভাবের দিকগুলোতে মনোযোগ দেন। এই প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের জন্য বাস্তব উদাহরণ সরবরাহ করে, যা তাদের ভবিষ্যৎ নকশায় পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে সমন্বয় সাধনে সহায়তা করবে।

শেষে, কাশিফ চৌধুরী উপস্থিত সকলকে তার মনোগ্রাফের কপি গ্রহণের আহ্বান জানান এবং বলেন, "এই বইটি আমাদের নকশা প্রক্রিয়ার একটি দৃষ্টান্ত, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হতে পারে।" তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই প্রকাশনা তরুণ স্থপতিদের পরিবেশগত দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তব পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে।

পাঠকদের জন্য ব্যবহারিক টিপস: আপনার নকশা কাজের পরিকল্পনা করার সময় স্থানীয় জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সম্প্রদায়ের স্মৃতিকে বিবেচনা করুন। কম বাজেটে আলো-ছায়ার সৃজনশীল ব্যবহার আপনার প্রকল্পকে টেকসই ও আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। আপনার কাজের প্রভাব মূল্যায়ন করতে স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করুন।

Back to index

মানবজমিন

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার, ২৬ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

অনলাইন

জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও স্মৃতির সংলাপ: কাশেফ চৌধুরীর কাজ নিয়ে আন্তর্জাতিক মনোগ্রাফের উন্মোচন

স্টাফ রিপোর্টার

(১ সপ্তাহ আগে) ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, শনিবার, ৭:১৪ অপরাহ্ন

মানবজমিন

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, সোমবার, ২৬ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বাংলাদেশি স্থপতি ও আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর তিন দশকের স্থাপত্যচর্চা নিয়ে প্রকাশিত হলো পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে ২০২৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয় শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশান-২–এর ক্রাউন প্লাজা বলরুমে। অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর্কিকানেক্ট।

উন্মোচন অনুষ্ঠানে কাশেফ চৌধুরী বলেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার অনুশীলন হিসেবে দেখা যায় না। জলবায়ু চাপ, ভূপ্রকৃতি, মানুষের সহনশীলতা ও সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়াই স্থাপত্যের মূল দায়িত্ব। তিনি বলেন, এই বই কোনো অবয়বের উদযাপন নয়; বরং একটি প্রক্রিয়ার দলিল—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।

৫১৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৪০৬টি রঙিন ও ৬৫০টি সাদাকালো আলোকচিত্র, নকশা, স্কেচ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের কাজ নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন পরিসর ও প্রেক্ষাপটের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে—যার মধ্যে উপকূলীয় হাসপাতাল, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ঘনবসতিপূর্ণ নগর এলাকায় স্থাপত্য হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রীদের আলোকচিত্রের পাশাপাশি গ্রন্থে কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্‌প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ দেখায় কীভাবে নকশা জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও মানবিক প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মহামান্য মি. রেতো রেংগ্লি।

Back to index

Ruposhibangla News
রূপসীবাংলা ৭১
www.ruposhibangla71.com

কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ 'মেডিটেশন ইন এনট্রপি' উন্মোচন

by **admin** — February 3, 2026 in অন্যান্য   0

রুপসীবাংলা৭১ প্রতিবেদক : আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে তিনি স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন করেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে ক্রাউন প্লাজা হোটেলের বলরুমে 'আর্কিকানেক্ট'-এর আয়োজনে এই গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে কাশেফ চৌধুরী পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই স্থাপত্যের মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বইটি লেখা হয়েছে। "এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়," বলেন তিনি।

গ্রন্থটিতে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে টেকসই ও মনোরম স্থাপত্য নির্মাণ সম্ভব—তার বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। কম বাজেটে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার, গ্রামমুখী চিন্তা এবং শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র সামাজিক প্রকল্পগুলো বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–এর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্রের পাশাপাশি কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার বলেন, সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব আজ আরও বেড়েছে। কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, আগামী ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ আরও তীব্র হবে। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ঝুঁকি মাথায় রেখে এখন থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা বইটিকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের স্থাপত্যকে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
রুপসীবাংলা৭১/এআর

Back to index

DHAKA Journal
সত্য সবসময়

স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury/URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন

ঢাকা জার্নাল ডেস্ক

ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৬, ১২:২৫ || আপডেট: ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৬, ১২:৩১

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব। তিনি আরও বলেন, প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।' বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য। কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি। প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে

ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন। শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচ কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতে পারে। সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গলি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

শিল্প ও সাহিত্য

সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য নিয়ে স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন বই

ছবি: সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ

উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি বলেন, প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এ স্থপতি।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে আর কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংলি।

অনুষ্ঠানে সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরে অধ্যাপক সি আর আবরার বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। তিনি খুব সাবলীল ও তথ্যবহুল একটি বই লিখেছেন। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরো কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ।

পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে বইটি উদাহরণ হতে পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রিংলি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এ বই আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ 'মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি'র গ্রন্থ উন্মোচন

ফিচার ডেস্ক

১৭:০০, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আপডেট: ১৭:০৩, ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ 'মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি'র গ্রন্থ উন্মোচনে অতিথিরা

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ 'মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী/আর্বানা'-এর গ্রন্থ উন্মোচন হয়েছে। গতকাল শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানের ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে কাশেফ চৌধুরী স্থাপত্যকে কেবল নান্দনিক অবয়ব হিসেবে নয় বরং জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি একটি গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপত্যের মূল দায়িত্ব হলো মানুষের সহনশীলতা, স্থানিক বাস্তবতা ও পরিবেশগত চাপের প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়া।

নিজের প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে কাশেফ চৌধুরী বলেন, গত ২০ বছর ধরে জলবায়ু-সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বইয়ের ভাবনা এসেছে। এটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়, বরং একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।

বইটিতে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে মনোরম ও কার্যকর স্থাপত্য নির্মাণের নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। কম বাজেটে আলো-ছায়া, বাতাস ও প্রাকৃতিক উপাদানকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের কৌশল, গ্রামমুখী চিন্তা, নগরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং ছোট পরিসরের সামাজিক প্রকল্পগুলোর বিশ্লেষণ রয়েছে এতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত 'মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী/আর্বানা'-এর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে—স্থাপত্য কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে অবকাঠামো নির্মাণ, খরচ কমানোর কৌশল এবং আলো-বাতাসের সুষম ব্যবহারের বিষয়টি বইটিতে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

By using this site you agree to our Privacy Policy

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগ্লি। তিনি বলেন, এই বইটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থপতিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। বক্তারা প্রকাশনাটিকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতাকে ধারণ করে বৈশ্বিক পরিসরে দেশের স্থাপত্যকে তুলে ধরেছে।

Back to index

জলবায়ু ও মানবিক দায়বদ্ধতায় স্থাপত্যের ভূমিকার কথা বললেন কাশেফ চৌধুরী

অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশের সময় : ফেব্রুয়ারি ৩, ২০২৬ । ১০:২২ পূর্বাহ্ণ

স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের মতো জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ ও সংবেদনশীল সাড়া দেওয়াই স্থাপত্যের প্রধান দায়িত্ব।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে তাঁর নতুন বই Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA-এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। 'আর্কিকানেক্ট'-এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা ও দর্শন তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে বক্তব্যে তিনি বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু-সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকেই এই বইয়ের জন্ম। বইটিতে বর্তমান বৈশ্বিক সংকট ও বাংলাদেশের বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। পাশাপাশি কম বাজেটে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার, গ্রামমুখী চিন্তা, শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং গ্রামীণ সমাজভিত্তিক ছোট ছোট প্রকল্পের অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়েছে।

কাশেফ চৌধুরী বলেন, "এই বই কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।"

বইটিতে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন পরিসর ও ধরনে বাস্তবায়িত ১৮টি প্রকল্পের ইতিহাস স্থান পেয়েছে।

এতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র ছাড়াও কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত এবং ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার, বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি, বিশিষ্ট স্থপতি, গবেষক ও সংস্কৃতিকর্মীরা।

শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও দ্রুত নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, আগামী ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা মানবসভ্যতাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা ও চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন আসবে।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বই আগামী দিনের স্থাপত্যচর্চার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

Back to index

পরিবর্তনে অঙ্গিকারবদ্ধ

(https://www.ekushey-tv.com/)

কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ 'মেডিটেশন ইন এনট্রপি' উন্মোচন

একুশে টেলিভিশন

প্রকাশিত : ২৩:১৪, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Cl URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে তিনি স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ও সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপন কা

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশানে ক্রাউন প্লাজা হোটেলের বলরুমে 'আর্কিকানেক্ট'-এর আয়োজনে এই গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে কাশেফ চৌধুরী পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বাংল জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই দায়িত্ব।

গ্রন্থটিতে সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে কীভাবে টেকসই ও মনোরম স্থাপত্য নির্মাণ সম্ভব—তার বিশদ বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে। কম বাজেটে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উ
ব্যবহার, গ্রামমুখী চিন্তা এবং শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র সামাজিক প্রকল্পগুলো বইটির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–এর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ।
পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্র
রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্রের পাশাপাশি কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশ
উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রে

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার বলেন, সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব আজ আরও বেড়েছে। কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে,
জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, আগামী ৫০ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ আরও তীব্র হবে। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের ঝুঁকি মাথায় রেখে
প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস, ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহ
ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা বইটিকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতা থেকে উঠে এসে আন্তর্জাতিক পরিসরে দেশের স্থাপত্যকে তুলে

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

আরও দেখুন ⊕ প্রযুক্তি খবর ⊕ ধর্মীয় পণ্য ⊕ রাশিফল দৈনিক ⊕ অনলাইন সংবাদ পোর্টা
⊕ অনলাইন কোর্স ⊕ বিজ্ঞাপন প্রচার ⊕ অর্থনীতি বিশ্লেষণ ⊕ আবহাওয়া পূর্বাভাস

শিল্প-সাহিত্য

তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরলেন কাশেফ চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক | প্রকাশিত: ১৩:০৫, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য।

কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

Deshkal **N**ews

কাশেফ চৌধুরীর নতুন বইতে জলবায়ু সংবেদনশীল স্থাপত্য

'২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে, যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।'

কাশেফ চৌধুরীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ 'মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অফ কাশেফ চৌধুরী / উরবানা', প্রকাশিত হয়েছে সুইজারল্যান্ডের পার্ক বুকস থেকে। ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা ও আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রসহ গ্রন্থে প্রধান অতিথি

h

স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে অনুষ্ঠানটি করে 'আর্কিটেক্ট'। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, "বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।"

কাশেফ চৌধুরী আরও বলেন, "গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে, যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।"

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, "এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।" বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য। কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং সেখানে ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত মেডিটেশনস ইন এন্ট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অফ কাশেফ চৌধুরী / উরবানা কাশেফ চৌধুরীর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।"

শিক্ষা উপদেষ্টা সি. আর. আবরার বলেন, "খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচ কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।"

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত বলেন, "পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।" তিনি অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি আবু সাঈদ এম. আহমেদ। তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর শামসুল ওয়ারেস বলেন, "আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।"

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, "বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতে পারে।" সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গ্লি বলেন, "কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।"

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

[Back to index]

দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থপতি কাশেফ মাহবুবের গ্রন্থ উন্মোচন

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশিত : ১৩:১৬, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy : The Work of Kashef Chowdhu ry / URBANA-এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য।

কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA-র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

সত্যের মুখোমুখি প্রতিদিন
THE BANGLABAZAR PATRIKA
অনলাইন
বাংলাবাজার পত্রিকা

শিরোনাম

জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা: কাশেফ চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ উন্মোচন

বাংলাবাজার রিপোর্ট
প্রকাশিত: ১:৪২ অপরাহ্ন, ০১ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ | আপডেট: ১২:৩৩ অপরাহ্ন, ০৯ ফেব্রুয়ারী ২০২৬

ছবিঃ সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব। গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

আরও পড়ুন: অশ্রুসিক্ত ভালোবাসায় বিদায় ২০২৫ স্বাগতম ২০২৬, নতুন বছরে পুনর্জাগরণের অঙ্গীকার (https://banglabazarpatrika.net/others/2025-12-31/pmxcl440ji)

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন–যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি। স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য।

আরও পড়ুন: গ্রেফতারি পরোয়ানা জারিপ্রাপ্ত আসামী বরুড়ার আবুল হাসেম এখনো ধরা ছোঁয়ার বাহিরে (https://banglabazarpatrika.net/others/2025-12-10/4kyxv847fc)

কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত

Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেজ্জি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন

Back to index

সীমিত সম্পদে নান্দনিক স্থাপত্যের রহস্য উন্মোচন করলেন কাশেফ চৌধুরী

টাইমস রিপোর্ট — January 31, 2026 10:15 pm

মনোগ্রাফ গ্রন্থ 'মেডিটেশনস ইন এনট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরি'র উন্মোচন অনুষ্ঠান। শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে | ছবি: সৌজন্যে

আগা খান পুরস্কার পাওয়া বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন 'মনোগ্রাফ গ্রন্থ মেডিটেশনস ইন এনট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরি'র উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।'

তিনি বলেন, 'গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।'

'কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ এবং সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে।'

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়, বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন; যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এই স্থপতি।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থ কাশেফ চৌধুরীর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। পাঁচশ'র বেশি পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।'

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত বলেন, 'পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ।'

পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের সভাপতি আবু সাঈদ এম আহমেদ। তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেশ বলেন, 'আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।'

আলোচনায় অংশ নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, 'বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতে পারে।'

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্‌লি বলেন, 'কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।'

শিক্ষা উপদেষ্টা আবরার বলেন, 'খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন।' নির্মাণ কাজের খরচ কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফের মোড়ক উন্মোচন

জাগো নিউজ ডেস্ক | প্রকাশিত: ০১:০৩ পিএম, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

ছবি: সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ 'Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA'–এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

৩১ জানুয়ারি সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'। অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।'

কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয় বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এ স্থপতি। স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য। কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত বইটি কাশেফ চৌধুরীর কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এ গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।'

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, 'কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচ কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।'

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, 'পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ।' পরিবর্তনের এ ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

আরও বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের (আইএবি) সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, 'আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।'

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, ‘বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে বইটি উদাহরণ হতে পারে।’

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্‌লি বলেন, ‘কাশেফ চৌধুরীর বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।’

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

THE BUSINESS STANDARD

TBS Report

31 January, 2026, 09:50 pm

Last modified: 31 January, 2026, 10:10 pm

Kashef Mahboob Chowdhury (left) said the book draws on nearly two decades of experience working on climate-sensitive social projects. Photo: TBS

A book, 'Meditations in Entropy', written by renowned Bangladeshi architect and Aga Khan Award recipient Kashef Mahboob Chowdhury, was unveiled at the Crown Plaza Ballroom in Gulshan of the capital today (31 January).

Addressing the event, he said the book draws on nearly two decades of experience working on climate-sensitive social projects.

The architect explained that the book focuses on current climate crises, design strategies under budget constraints, the use of light and shadow as primary design tools, rural-oriented thinking, and initiatives encouraging a return to villages amidst urban migration. It also reflects on his experience with small-scale social projects.

"This book is not a celebration of architectural forms; rather, it is a reflection of a process -- where architecture emerges from restraint, context, and empathy," he said, summarising the ideas and perspectives behind the book.

Published by Switzerland-based Park Books, the book is the first comprehensive monograph on the work of Kashef Chowdhury. Spanning over 500 pages, it documents nearly 30 years of architectural practice through sketches, designs, photographs, and analytical essays. The book also chronicles the history of 18 realised projects across various scales and typologies.

Internationally acclaimed architectural photographer Helen Bin contributed to photographs, while critical essays by Kenneth Frampton, William JR Curtis, Robert McCarter, Ainun Nishat, and Philip Ursprung are also included.

Education Adviser Professor Abrar said Chowdhury's work demonstrates how architecture can engage deeply with social and environmental realities, responding intelligently and sensitively to challenges posed by climate change and urbanisation.

Switzerland Ambassador to Bangladesh Reto Ringli, climate expert Professor Ainun Nishat, eminent architect Professor Shamsul Wares, the Institute of Architects Bangladesh President Dr Abu Said M Ahmed, architects, educators, urban planners, students, and cultural figures, among others, were present at the unveiling ceremony.

Back to index

‘Meditations in Entropy’: Three decades of Kashef Chowdhury’s architectural prowess

31 JANUARY 2026, 19:43 PM ENTERTAINMENT

Naveen Islam Toree

Photos: Abrar Faiyaz Niloy

Architecture, for Kashef Mahboob Chowdhury, has never been about spectacle. He says, “The last thing the world needed was another architecture book.” He wanted to focus on what feeling this book could arouse within people and thus, the journey started in 2019. That philosophy came into sharp focus at the launch of “Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA”, a comprehensive monograph reflecting on nearly three decades of architectural practice.

The book was launched today evening at the Crowne Plaza Ballroom in Gulshan-2, Dhaka, at an event organised by Archiconnect and attended by architects, academics, planners, students, cultural figures and members of the media, marking a significant moment for contemporary architectural discourse in Bangladesh.

The evening opened with introductory remarks from Md Abrar Masum, co-founder of Archiconnect. He was followed by Dr Salahuddin Ahmed, founder of CARSA Foundation, who spoke about the cultural and scholarly value of recording architectural practices from the Global South within a global framework. Wahiduzzaman Ratul, senior architect at URBANA, then provided insight into the firm's evolving design philosophy and long-term engagement with context-driven architecture.

Speaking at the event, Kashef Mahboob Chowdhury, the Aga Khan Award–winning architect and principal of URBANA, reflected on nearly thirty years of practice shaped by ecological vulnerability and social responsibility. He noted that in regions such as Bangladesh, architecture must move beyond form and aesthetics to respond meaningfully to climate pressures, human resilience and place.

“This book is not a celebration of objects, but a reflection on processes—on how architecture emerges from restraint, context and empathy,” Chowdhury said, briefly outlining the ideas that informed the publication.
He added that the book opens with an image by Hélène Binet, one of the world’s most influential architectural photographers, setting the tone for a publication rooted in human experience rather than architectural self-assertion.
Published by Park Books of Zurich, “Meditations in Entropy” is the first full monograph on Chowdhury’s work. The 500-plus-page volume documents thirty years of practice through sketches, drawings, photographs and reflective texts, featuring eighteen realised projects across diverse typologies. Photography by internationally renowned architectural photographer Hélène Binet anchors the book visually, while critical essays by leading architectural thinkers including Kenneth Frampton, William J R Curtis, Robert McCarter, Ainun Nishat, and Philip Ursprung situate the work within broader global conversations.

Professor Dr Chowdhury Rafiqul Abrar, honourable adviser to the Ministry of Education, attended the programme as Chief Guest, while Reto Renggli, Ambassador of Switzerland to Bangladesh, joined as Guest of Honour.
Guest speakers including Dr Ainun Nishat, Professor Shamsul Wares and Dr Abu Sayeed M Ahmed highlighted the publication’s significance as a critical architectural document—one that positions Bangladeshi practice within global discourse while remaining firmly rooted in local realities.
At a time when environmental uncertainty increasingly defines the built world, “Meditations in Entropy” offers an important reminder that architecture’s most enduring strength may lie not in excess, but in attentiveness, humility and care.

Back to index

CERAMIC BANGLADESH

Architectural Thought in the Context of Climate and Memory: Kashef Chowdhury's Exceptional Monograph Unveiled

In a gathering that underscored the intersection of environmental challenges and innovative design, acclaimed Bangladeshi architect Kashef Mahboob Chowdhury, recipient of the prestigious Aga Khan Award, presented insights into his career during the debut of his monograph, Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA.

The event, hosted by Archiconnect, took place on the evening of Saturday, January 31, at the Crowne Plaza Ballroom in Dhaka.

Kashef Chowdhury, whose firm URBANA has garnered international recognition, used the platform to delve into the evolution of his professional journey spanning almost three decades.

He articulated how his designs are profoundly influenced by the demands of ecological fragility and societal obligations, particularly in a context like Bangladesh, where environmental factors play a pivotal role. Emphasizing that effective architecture transcends mere visual appeal or structural elements, he advocated for solutions that thoughtfully address climatic stresses, the endurance of communities, and the unique characteristics of specific locales.

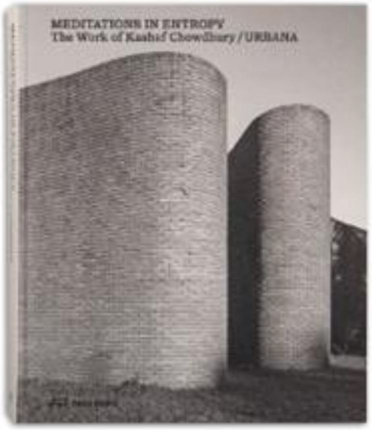

Describing the monograph's purpose, Chowdhury explained that it serves as an examination of developmental journeys rather than a mere showcase of completed structures. He elaborated on the foundational principles driving the book's creation, rooted in principles of moderation, situational awareness, and compassionate engagement with surroundings.

Issued by the esteemed Swiss publisher Park Books based in Zurich, this publication represents the inaugural in-depth compilation of Chowdhury's contributions. Spanning over 500 pages, it chronicles three decades of his endeavours via an array of sketches, technical illustrations, captured images, and introspective narratives. The volume spotlights 18 completed undertakings encompassing a wide range of building categories, enriched by visuals from celebrated architectural photographer Hélène Binet. It also incorporates analytical contributions from distinguished scholars, including Kenneth Frampton, William J. R. Curtis, Robert McCarter, Ainun Nishat, and Philip Ursprung.

The ceremony drew notable dignitaries, with Professor C R Abrar, Honorable Advisor to the Ministry of Education, presiding as the chief guest. The event was further honoured by the presence of His Excellency Mr. Reto Renggli, Ambassador of Switzerland to Bangladesh, who attended as Guest of Honour.

In his remarks, Professor Abrar highlighted the value of design philosophies firmly anchored in societal and ecological contexts, praising Chowdhury's portfolio as an exemplary model of adapting to the pressing issues posed by global warming and rapid urban expansion.

Additional perspectives were offered by a panel of esteemed speakers: Dr. Ainun Nishat, an authority on environmental shifts and hydrological management; Professor Shamsul Wares, a respected figure in both architectural practice and education; and Dr. Abu Sayeed M Ahmed, who leads the Institute of Architects Bangladesh. Their contributions focused on the monograph's role as an essential reference that integrates Bangladeshi architectural innovations into broader international conversations, all while staying true to indigenous conditions.

The event was attended by a diverse audience comprising leading professionals in architecture, educators, urban planners, emerging students, influential personalities from the arts, and journalists. This convergence not only celebrated the release but also signified a pivotal advancement in the ongoing dialogue surrounding modern architecture within Bangladesh, fostering deeper appreciation for designs that harmonize with both human needs and natural imperatives.

Written By Anonno Aziz Nibir

Back to index

কাশেফ চৌধুরীর Meditations in Entropy গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

By **deshinfo** - 01/02/2026

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট'।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রথিতযশা এই স্থপতি।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর গুরুত্বপূর্ণ এই বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য।

কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

শিক্ষা উপদেষ্টা আরও বলেন, কাশেফ চৌধুরী খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন তিনি। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গলি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

Barta24 বাংলার, বাঙালির সংবাদ সারথি
বার্তা২৪

জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা: কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ উন্মোচন

ছবি: সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী মনে করেন, বাংলাদেশের মত অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই 'মূল দায়িত্ব'।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তার নতুন মনোগ্রাফ 'মেডিটেশনস ইন এনট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী'বইয়ের উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকার গুলশানের ক্রাউন প্লাজা

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অনুষ্ঠানে কাশেফ চৌধুরী স্থাপত্যকে "জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া" হিসেবে তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে কাশেফ চৌধুরী আরও বলেন, গত প্রায় দুই দশক ধরে জলবায়ু-সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতা থেকেই এই বইয়ের ভাবনা এসেছে। এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত এই গ্রন্থটি URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার বইটিতে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি সংবেদনশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। তিনি বইটিকে তথ্যবহুল ও সাবলীল উল্লেখ করে সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির বিশ্লেষণের মাধ্যমে কম খরচে আলো-বাতাসের কার্যকর ব্যবহারের উদাহরণ তুলে ধরার কথা বলেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগ্লি। তিনি বলেন, এই গ্রন্থ আগামী দিনের স্থাপত্যচর্চার জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা বইটিকে স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত একটি

Back to index

দেশ রূপান্তর

শিক্ষা

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫৪ পিএম আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ০৯:৫৪ পিএম

ছবি: প্রতিনিধি

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পেরর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এই স্থপতি। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA-র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)-এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। আলোচনায় অংশ নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গিল বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

Back to index

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে সীমিত সম্পদে গুণগত স্থাপত্যের রহস্য

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট

প্রকাশ: ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ০২:০১ | আপডেট: রবিবার, ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ০২:২৫

Share 0

ছবি: শাকিল আহমেদ, বাংলানিউজ

ইন এনট্রপি: দ্য ওয়ার্ক অব কাশেফ চৌধুরী/আরবানা' উন্মোচন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে তিনি স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় রাজধানীর গুলশান–২-এর ক্রাউন প্লাজা বলরুমে আয়োজিত এ গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে কাশেফ চৌধুরী তাঁর প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন, যা পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা ও স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়। এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন, যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট ও সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।

সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস প্রকাশিত 'মেডিটেশনস ইন এনট্রপি' কাশেফ চৌধুরী ও তাঁর প্রতিষ্ঠান আরবানার কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০-এর বেশি পৃষ্ঠার এ গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। গ্রন্থটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে আর কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রং-এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মহামান্য মি. রেতো রেংগ্লি, জলবায়ু পরিবর্তন ও পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের (আইএবি) সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
সমসাময়িক বাংলাদেশের স্থাপত্য আলোচনায় এ গ্রন্থ উন্মোচন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়।

Back to index

Architect Kashef Chowdhury Unveils Climate-Responsive Monograph

Anonno Aziz Nibir
লাইফ টিভি 24

প্রকাশিত: ২৩:২৮ ৩১ জানুয়ারি ২০২৬

In a gathering that underscored the intersection of environmental challenges and innovative design, acclaimed Bangladeshi architec Mahboob Chowdhury, recipient of the prestigious Aga Khan Award, presented insights into his career during the debut of his mo *Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA*. The event, hosted by Archiconnect, took place on the evening of S

January 31, at the Crowne Plaza Ballroom in Dhaka.

Kashef Chowdhury, whose firm URBANA has garnered international recognition, used the platform to delve into the evolution of his pro journey spanning almost three decades. He articulated how his designs are profoundly influenced by the demands of ecological fra societal obligations, particularly in a context like Bangladesh where environmental factors play a pivotal role. Emphasizing that architecture transcends mere visual appeal or structural elements, he advocated for solutions that thoughtfully address climatic stres endurance of communities, and the unique characteristics of specific locales.

Describing the monograph's purpose, Chowdhury explained that it serves as an examination of developmental journeys rather than showcase of completed structures. He elaborated on the foundational principles driving the book's creation, rooted in principles of mo situational awareness, and compassionate engagement with surroundings.

Issued by the esteemed Swiss publisher Park Books based in Zurich, this publication represents the inaugural in-depth compi Chowdhury's contributions. Spanning over 500 pages, it chronicles three decades of his endeavors via an array of sketches, illustrations, captured images, and introspective narratives. The volume spotlights 18 completed undertakings encompassing a wide building categories, enriched by visuals from celebrated architectural photographer Hélène Binet. It also incorporates analytical contributi distinguished scholars including Kenneth Frampton, William J. R. Curtis, Robert McCarter, Ainun Nishat, and Philip Ursprung.

The ceremony drew notable dignitaries, with Professor C R Abrar, Honorable Advisor to the Ministry of Education, presiding as the chi The event was further honoured by the presence of His Excellency Mr. Reto Renggli, Ambassador of Switzerland to Bangladesh, who as Guest of Honour. In his remarks, Professor Abrar highlighted the value of design philosophies firmly anchored in societal and e contexts, praising Chowdhury's portfolio as an exemplary model of adapting to the pressing issues posed by global warming and rap expansion.

Additional perspectives were offered by a panel of esteemed speakers: Dr. Ainun Nishat, an authority on environmental shifts and hyd management; Professor Shamsul Wares, a respected figure in both architectural practice and education; and Dr. Abu Sayeed M Ahm leads the Institute of Architects Bangladesh. Their contributions focused on the monograph's role as an essential reference that ir Bangladeshi architectural innovations into broader international conversations, all while staying true to indigenous conditions.

The event was attended by a diverse audience comprising leading professionals in architecture, educators, urban planners, emerging influential personalities from the arts, and journalists. This convergence not only celebrated the release but also signified a pivotal advanc the ongoing dialogue surrounding modern architecture within Bangladesh, fostering deeper appreciation for designs that harmonize human needs and natural imperatives.

Life

নান্দনিক জীবনের প্রতিচ্ছবি

(https://www.lifetv24.com/)

Back to index

যুগান্তর

প্রিন্ট: ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ০৪:০০ পিএম

জাতীয়

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পেরর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা

যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এই স্থপতি। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী/ URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ।

তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। আলোচনায় অংশ নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্‌লি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

আমার দেশ
স্বাধীনতার কথা বলে

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য

স্টাফ রিপোর্টার

প্রকাশ : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ২৩: ৩৬

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পেরর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এই স্থপতি। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী/ URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ।

তারা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। আলোচনায় অংশ নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য

2 Shares

ছবি - সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না, বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি আরও বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এই স্থপতি। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তন ও পানি সম্পদ বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ড. আইনুন নিশাত, প্রখ্যাত স্থপতি ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেস এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশ (আইএবি)–এর সভাপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ। তাঁরা প্রকাশনাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য-নথি হিসেবে উল্লেখ করেন, যা স্থানীয় বাস্তবতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে বাংলাদেশের স্থাপত্যচর্চাকে বৈশ্বিক আলোচনার পরিসরে তুলে ধরেছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব।

এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতেহ পারে।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গলি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

রূপালী বাংলাদেশ

Back to index

Times Today

বাংলাদেশে স্থাপত্যশিল্পে জলবায়ুর চাপ-স্থানিক বাস্তবতা গুরুত্বপূর্ণ: কাশেফ চৌধুরী

৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ২১:৩৭

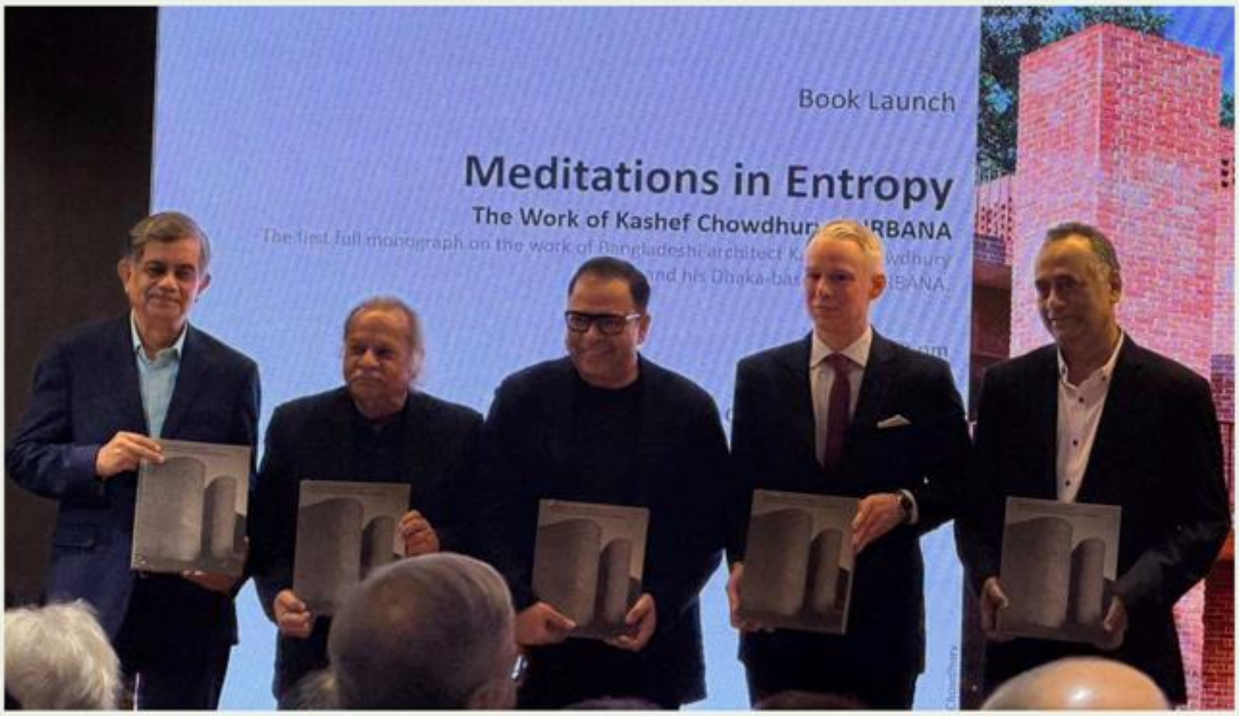

স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

শনিবার সন্ধ্যায় (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার গুলশানে তার নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।এ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury/ URBANA নামে এই মোড়ক উন্মোচনের আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী।

তিনি বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পেরর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে।যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে।এছাড়াও কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বই কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

এই বইয়ে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে।এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে ছিলেন- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি. আর. আবরার এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেতো রেংগ্লি।

শিক্ষা উপদেষ্টা আবরার বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে।এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ।

সুইজারলান্ডের রাষ্ট্রদূত মি. রেটো রেঙ্গি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

Back to index

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর বইয়ে উঠে এসেছে সীমিত সম্পদে মনোরম স্থাপত্যের রহস্য

দেশ টিভি ডেস্ক

৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ২০:১৭

অ- অ+

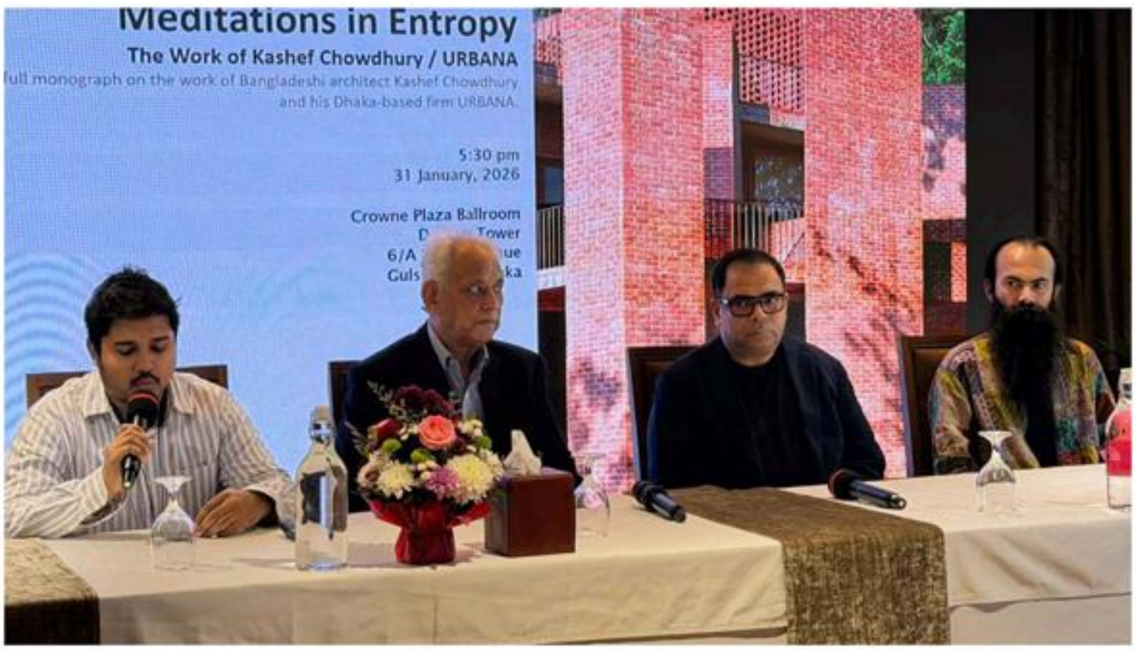

ছবি: সংগৃহীত

আগা খান পুরস্কারপ্রাপ্ত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি স্থপতি ও কাশেফ মাহবুব চৌধুরী তার নতুন মনোগ্রাফ Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury / URBANA–এর গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্থাপত্যকে জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি এবং সমষ্টিগত স্মৃতির প্রতি এক গভীর ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছেন।

শনিবার সন্ধ্যায় (৩১ জানুয়ারি) ঢাকার গুলশানে ক্রাউন প্লাজা বলরুমে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিকানেক্ট।

অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে পরিবেশগত ঝুঁকি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা প্রায় তিন দশকের স্থাপত্যচর্চার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন কাশেফ চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মতো অঞ্চলে স্থাপত্যকে কেবল রূপ বা নান্দনিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না; বরং জলবায়ু চাপ, মানুষের সহনশীলতা এবং স্থানিক বাস্তবতার প্রতি অর্থবহ সাড়া দেওয়াই এর মূল দায়িত্ব।

তিনি বলেন, গত প্রায় ২০ বছর ধরে জলবায়ু সংবেদনশীল সামাজিক প্রকল্পেরর কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই বইটি লেখা হয়েছে। যেখানে বর্তমান সংকট ও বাস্তবতা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কম বাজেটে কীভাবে আলো-ছায়াকে নকশার প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়, গ্রামমুখী চিন্তা ও শহরমুখী অভিবাসনের বিপরীতে গ্রামে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ ও সেখানকার ছোট ছোট সামাজিক প্রকল্পগুলো তুলে ধরা হয়েছে কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর বইটিতে।

স্থপতি কাশেফ চৌধুরী বলেন, 'এই বইটি কোনো স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন—যেখানে সংযম, প্রেক্ষাপট এবং সহমর্মিতা থেকে স্থাপত্যের জন্ম হয়।'

বইটি লেখার পেছনের ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংক্ষেপে তুলে ধরেন প্রতীথযশা এই স্থপতি। সুইজারল্যান্ডের জুরিখভিত্তিক প্রকাশনা সংস্থা পার্ক বুকস থেকে প্রকাশিত Meditations in Entropy কাশেফ চৌধুরী / URBANA–র কাজের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ মনোগ্রাফ। ৫০০ পৃষ্ঠার বেশি এই গ্রন্থে স্কেচ, নকশা, আলোকচিত্র ও বিশ্লেষণধর্মী লেখার মাধ্যমে গত ৩০ বছরের স্থাপত্যচর্চা নথিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন ধরন ও পরিসরের ১৮টি বাস্তবায়িত প্রকল্পের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বইটিতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন স্থাপত্য আলোকচিত্রী হেলেন বিনের আলোকচিত্র এবং কেনেথ ফ্র্যাম্পটন, উইলিয়াম জে. আর. কার্টিস, রবার্ট ম্যাককার্টার, আইনুন নিশাত ও ফিলিপ উরস্প্রুং–এর সমালোচনামূলক প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক সি আর আবরার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেতো রেংগ্লি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক আবরার সমাজ ও পরিবেশগত বাস্তবতার গভীরে প্রোথিত স্থাপত্যচিন্তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর কাজ প্রমাণ করে, নকশা কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ও নগরায়নের চ্যালেঞ্জের প্রতি বুদ্ধিদীপ্ত ও সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে।

অনুষ্ঠানে জলবায়ু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের আরও কঠিন বাস্তবতা আগামী ৫০ বছর পর মানুষকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। এর ফলে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে চাষাবাদের প্রচলিত পদ্ধতিতেও পরিবর্তনে বাধ্য হবে মানুষ। পরিবর্তনের এই ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে বলে মন্তব্য করেন অধ্যাপক আইনুন নিশাত। অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও আগামীর চ্যালেঞ্জ মাথায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির আর্কিটেকচার বিভাগের প্রফেসর ড. শামসুল ওয়ারেশ বলেন, আর্কিটেকচার শুধু একটি অবকাঠামো নয়, এটি বড় দায়িত্ব। আলোচনায় অংশ নিয়ে এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আবু সাঈদ মো. আহমেদ বলেন, বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশি স্থপতিদের যোগ্যতার প্রমাণ হিসেবে এই বইটি উদাহরণ হতে পারে।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত রেটো রেঙ্গলি বলেন, কাশেফ চৌধুরীর এই বইটি আগামী দিনের স্থাপত্যশিল্পের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

শিক্ষা উপদেষ্টা ড. সি আর আবরার বলেন, খুব সাবলীল একটি বই লিখেছেন, যেটি খুব তথ্যবহুল। সীমিত সম্পদ ও ভূ-প্রকৃতির কাঠামো বিশ্লেষণ করে অবকাঠামো তৈরি করার বিষয় তুলে ধরেছেন। নির্মাণ কাজের খরচর কমানোর সহজ পদ্ধতি তুলে ধরার পাশাপাশি আলো ও বাতাসের অপূর্ব সমন্বয় করেছেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন দেশের বিশিষ্ট স্থপতি, শিক্ষাবিদ, নগর পরিকল্পনাবিদ, শিক্ষার্থী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

Back to index

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার | স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি

https://www.facebook.com/share/v/1GexSWodZm

Back to index

বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা উপদেষ্টা সি আর আবরার | স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি

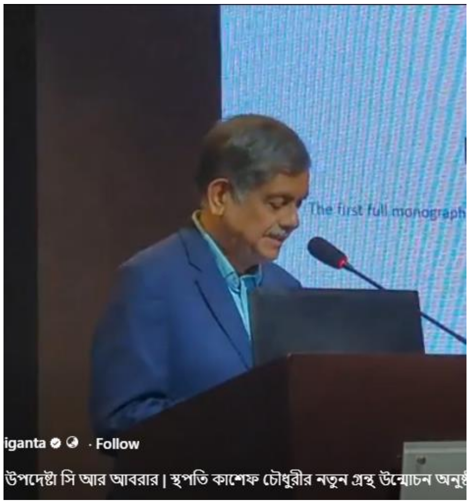

https://www.facebook.com/reel/884799757502458

Back to index

বইটি কোনও স্থাপত্য-অবয়বের উদযাপন নয়; বরং এটি একটি প্রক্রিয়ার প্রতিফলন: স্থপতি কাশেফ চৌধুরী।

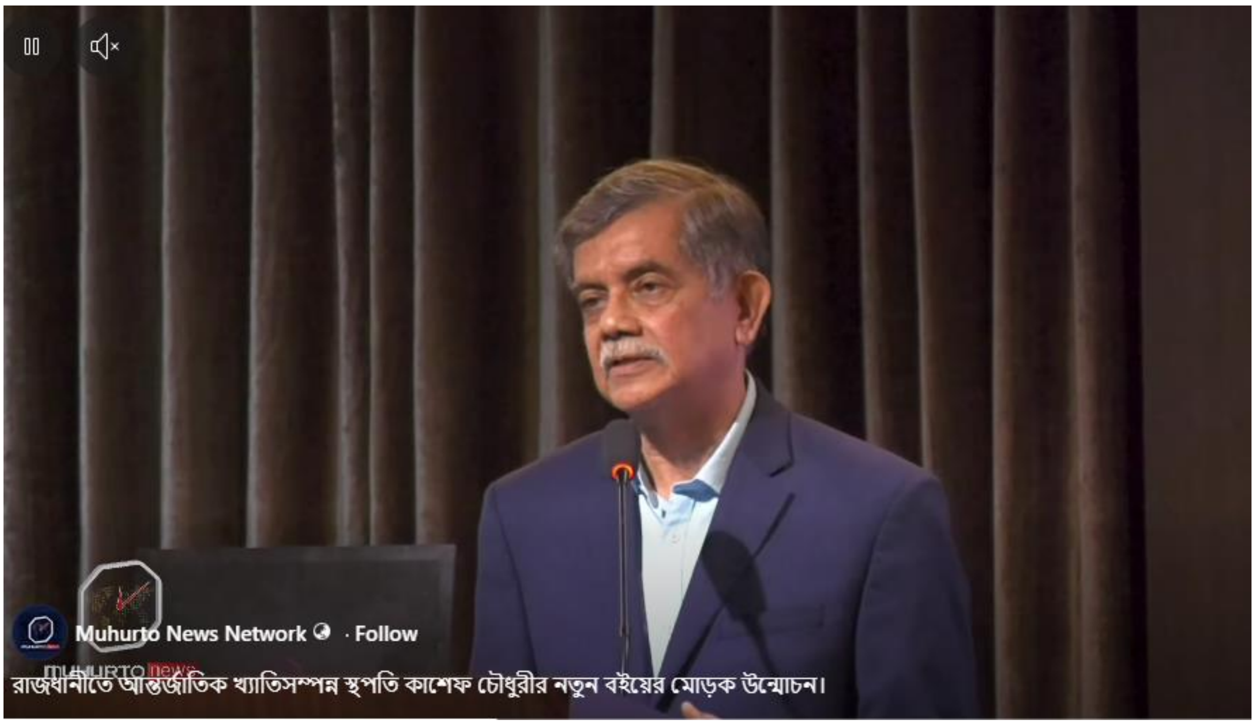

https://www.facebook.com/reel/1231693554983296

[Back to index](#)

জলবায়ু ও স্মৃতির প্রেক্ষাপটে স্থাপত্যচিন্তা
গুণী আর্কিটেক্ট কাশেফ চৌধুরীর মনোগ্রাফ উন্মোচন

https://www.facebook.com/reel/1182062973914782

Back to index

স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন মনোগ্রাফ 'Meditations in Entropy'

https://www.facebook.com/reel/1244339507791052

Back to index

ekattor.tv
সংবাদ নয় সংযোগ

স্থপতি কাশেফ চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন

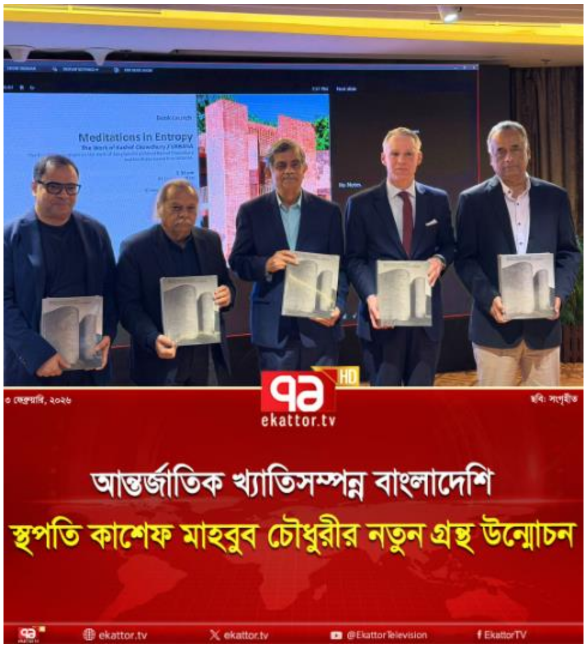

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1325375659631263&set=a.641514501350719

Back to index

An evening at Crowne Plaza celebrating Meditations in Entropy: The Work of Kashef Chowdhury | URBANA

https://www.facebook.com/reel/870410485760123

Back to index

bdnews24.com

বাংলাদেশি স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন গ্রন্থ উন্মোচন

https://www.instagram.com/p/DUNBuS7ksFi/

[Back to index](#)

স্থপতি কাশেফ মাহবুব চৌধুরীর নতুন বই প্রকাশ

https://youtu.be/HUSSzE7jxAg

Back to index

কাশেফ মাহমুদ চৌধুরী Kashef Mahboob Chowdhury

https://www.youtube.com/watch?v=hFruzK0sXeY

Back to index

কাশেফ মাহমুদ চৌধুরী Kashef Mahboob Chowdhury

https://www.youtube.com/watch?v=je81wXZliVQ

Back to index

কাশেফ মাহমুদ চৌধুরী Kashef Mahboob Chowdhury

https://www.youtube.com/watch?v=k_vF800hG2c

Back to index

CERAMIC BANGLADESH
ARCHITECTURE | REAL ESTATE | CONSTRUCTION | LIFESTYLE

স্থাপত্য যখন স্মৃতি ও প্রকৃতির সংলাপ

https://www.youtube.com/watch?v=fgPXDbZtQLU

Back to index